1

দু-মুখো মাছ!

দু-মুখো মাছের কোনো অস্তিত্ব রয়েছে বলে জানা যায় না। সাধারণত মাছের একটি মুখই দেখা যায়। কিন্তু নিউ ইয়র্কের এক দম্পতির বঁড়শির ছিপে অদ্ভুত দু-মুখো একটি মাছ ধরা পড়েছে।

বহুদিন ধরেই মাছ ধরার অভ্যাস নিউ ইয়র্কের ডেবি গেডেস ও তাঁর স্বামীর। ছুটির দিনে প্রায়ই কাছাকাছি লেকে মাছ ধরতে যান তাঁরা। সেদিনও তাঁরা সকালে অভ্যাসমতো লেক চ্যাম্পলেনে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। এমনই সময়ে ছিপে ওঠা একটি মাছ দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় তাঁদের। মাছের মুখের হুক ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায়, মাছটির তলার চোয়ালের নীচ

থেকে রয়েছে আরও একটি চোয়াল। উপরের পাশাপাশি নীচের চোয়ালও হাঁ করে খুলছে বন্ধ করছে মাছটি।

এমন অদ্ভুত মাছ ধরে বেশ হকচকিয়ে যান ওই দম্পতি। সম্বিৎ ফিরতেই মাছটিকে ক্যামেরা বন্দি করেন তাঁরা। তবে এমন বিরল মাছ মারতে চাননি তাঁরা। ছবি তুলে লেকের জলেই ফের ছেড়ে দেন মাছটিকে।

ডেবি জানান, প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভালো করে মাছটি ধরে দেখলাম মাছের মুখ দুটি। মাছটিকে পুনরায় জলে ফেলে দিতে পেরেও খুশি ডেবি বলেন, 'মাছটি যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে জলে ছেড়ে দিয়েছি।'

কাশ্মীরে এক গ্রামের নাম 'বাংলাদেশ'!

শিরোনাম পড়েই কি অবাক হচ্ছ? অবাক হওয়ারই কথা। লাল-সবুজের বাংলাদেশের নাম আবার বিশ্বের অন্য কোথায় থাকতে পারে। এও কি সম্ভব? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগে উঠতে পারে তোমাদের। চলো, এবার আসল ঘটনা জেনে নেওয়া যাক। বিখ্যাত উলার হ্রদের তীরে 'বাংলাদেশ' নামে একটি গ্রাম অবস্থিত। কাশ্মীরের বান্ডিপুরা জেলার আলুসা তহশিলে এ গ্রামের নাম বাংলাদেশ। বান্ডিপুরা-সোপুরের মাঝ দিয়ে মাটির রাস্তা ধরে ৫ কিলোমিটার হাঁটলেই পাওয়া যায় গ্রামটি।

মাত্র বছর নয়েক আগে কাগজে-কলমে পৃথক গ্রামের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। বান্ডিপুরার ডিসি অফিস ২০১০ সালে এই আলাদা গ্রামের মর্যাদা দেন। ৫-৬টি ঘর থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশ গ্রামে এখন পঞ্চাশেরও বেশি ঘর। তবে এই প্রজন্মের অনেকে গ্রামটির জন্ম ইতিহাস জানে না। গ্রামবাসীর প্রধান জীবিকা মাছ ধরা। পাশাপাশি তারা জল আর বাদাম সংগ্রহ করে থাকে।

১৯৭১ সালে জুরিমন নামক এক গ্রামের ৫-৬টি ঘরে আগুন লাগে। আগুনের শিখায় জ্বলে পুড়ে যায় ঘরগুলো। গৃহহীন হয়ে পড়েন নিরীহ সাধারণ এই মানুষগুলো। তারা তখন পুড়ে যাওয়া জায়গা থেকে কিছুটা দূরে পার্শ্ববর্তী ফাঁকা জায়গায় সবাই মিলে ঘর তোলেন। সেই বছরই ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সেই একই সময় গৃহহীন মানুষগুলো দুঃসময় মোকাবেলা করে শুরু করেন তাঁদের নতুন জীবন। তাই তাঁরা তাঁদের নতুন গ্রামের নাম রাখেন বাংলাদেশ। উলার হ্রদের তীরে এই গ্রামটি সৌন্দর্যে কিন্তু কম যায় না! চারদিকে জল, পিছনে সুউচ্চ পর্বত, সব মিলিয়ে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে গোটা গ্রাম জুড়ে।

'অ্যাম্বুলেন্স' উলটো করে কেন লেখা হয়?

একটা বিষয় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ অনেকে, অ্যাম্বুলেন্সের সামনেই 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দ ইংরেজিতে উলটো করে লেখা থাকে। এ নিয়ে

অনেকের প্রশ্ন আছে। জানো কি? কেন এভাবে লেখা থাকে?

কোনো কৌশল বা স্টাইল, নাকি এর পেছনে কোনো বিশেষ কারণ লুকিয়ে রয়েছে! তোমরা জানো, আমরা যখন আয়নায় কোনো কিছুর প্রতিবিম্ব দেখি, তখন সেটিকে আনুভূমিকভাবে উলটো দেখি। একইভাবে অ্যাম্বুলেন্সের সামনে ইংরেজি হরফে উলটো করে লেখা 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটার প্রতিবিম্ব সামনের গাড়িটির লুকিং গ্লাসে সঠিকভাবেই দেখা যাবে।

ফলে 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটা লুকিং গ্লাসে দেখে সহজেই পথ ছেড়ে দেওয়া যায়। এ কারণেই যেকোনো অ্যাম্বুলেন্সের সামনে 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটি ইংরেজি হরফে উলটো করে লেখা থাকে।

2

ছবি দেখে নাম বলো

ভারতীয় সিনেমার প্রযোজক, পরিচালক, লেখক, অভিনেতা, যিনি হিন্দি সিনেমায় তাঁর অসাধারণ কাজের জন্য সুপরিচিত। জন্ম ১০ সেপ্টেম্বর। কে তিনি?

পকাশ্য গনুঅরা

৭ সেপ্টেম্বর-এর উত্তর ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাশের ৪ নং ছবিটির মতো তুমিও আঁকতে চাও? খু-উ-ব সহজ। একটি পাত্রে নানা রঙের জল রং নাও। তারপর আঙুলে আলতো করে রং লাগিয়ে কাগজে আঙুল চেপে ধরো। এবার স্কেচ পেন দিয়ে যেমন যেমন ছবি আঁকা হয়েছে, তেমন তেমন এঁকে ফেলো। কি, দারুণ মজা, তাই না?

শরৎ ঋতু আঁকায়-লেখায়
ইচ্ছেডানা-র পাতায়

পুজো এল বলে। শরৎঋতুর আমেজ একটু একটু করে লাগছে প্রকৃতিতে। তোমাদের কলমে-তুলিতেও লাগুক শরতের সোনা রোদ্দুরের ছোঁওয়া। **শরৎকালের যেকোনো অনুষঙ্গে লেখা বা ছবি পাঠাও আমাদের দপ্তরে।** লেখা-আঁকা পাঠাতে হবে **২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে** তোমার নাম, ক্লাস, স্কুলের নাম সহ। প্রকাশিত হবে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে ইচ্ছেডানায়।

আঁকা, লেখা পাঠাও-ইচ্ছেডানা,
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬।
ই-মেল ঃ ichchhedanaubs@gmail.com
(পিডিএফ) হোয়াটস্‌অ্যাপ ৮৬২০৮৫৪২৬২

123 যোগ করো

বন্ধুরা, 1 থেকে 29 পর্যন্ত যোগ করে দ্যাখো তো, কী দেখতে পাও!

3

রং ভরো

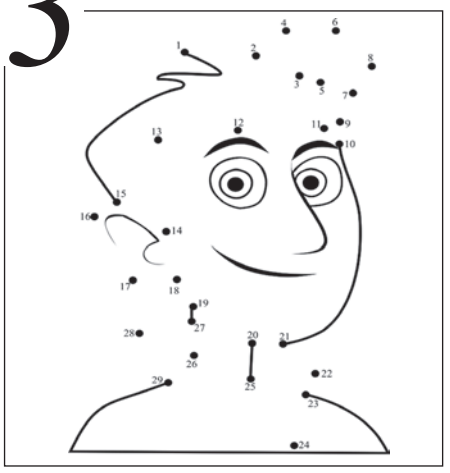

4

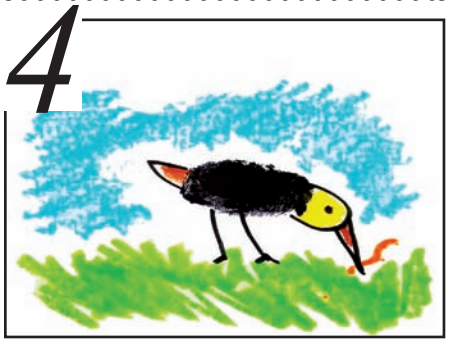

শংকর-এর সহজ পাঠ

5

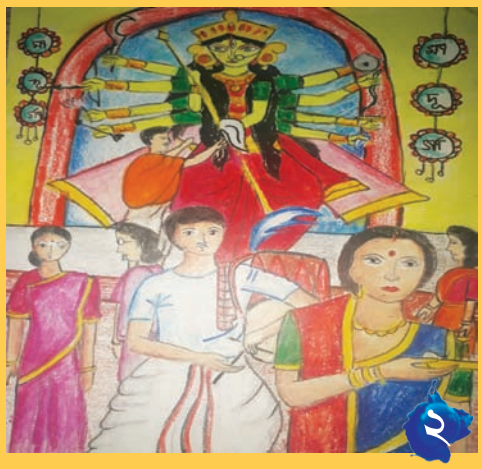

আঁকিবুঁকি

১. বিপুল বর্মন, বিএ তৃতীয় বর্ষ, দিনহাটা কলেজ, ২. শ্রেয়সী সরকার, পঞ্চম শ্রেণি, সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ৩. সুচরিতা সাহা, বিকম তৃতীয় বর্ষ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ৪. শরণ্যা বোরাইক, দ্বিতীয় শ্রেণি, নির্মলা কনভেন্ট